শিশুশিক্ষার আলো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

দীক্ষা ভুঁইয়া

খেলাধুলো, আঁকা, রং চেনানো এবং জিনিসপত্র হাতে দিয়ে সংখ্যা শেখানো। সরকারের তরফে কোনও স্কুলে এত দিন শিশুদের এমন ভাবে শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। ফলে যেমন করে হোক, ছেলেমেয়েকে স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পাঠাতেন বেশির ভাগ বাবা-মা।

এ বার শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতেই। শিশুদের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতর ইতিমধ্যেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির বদল ঘটিয়েছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে শিশু আলয়। সেখানে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা মিলছে তিন থেকে ছ'বছরের শিশুদের।

ওই দফতর সূত্রের খবর, ২০১২ সালে 'ন্যাশনাল আর্লি চাইল্ডকেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন পলিসি' অনুযায়ী কেন্দ্র নির্দেশ দেয়, সব রাজ্যকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি নতুন ভাবে তৈরি করে শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রগুলির নিজস্ব জায়গা, বাড়ি এবং প্রশিক্ষিত কর্মী। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ইউনিসেফের সহযোগিতায় রাজ্যে একটি পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়। বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। ২০১৫ সালে প্রথম ধাপে এক হাজার কেন্দ্রে চালু হয় পাইলট প্রকল্প। তা সফল হওয়ায় দফতর ঠিক করে, ধাপে ধাপে সব জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেরই নতুন পরিকাঠামো তৈরি করে সেগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি ডিসেম্বর পর্যন্ত ধাপে ধাপে ২৩টি জেলায় ২৬,৪০৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে শিশু আলয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, যে-সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি আছে, নতুন পরিকাঠামো গড়ে আগে সেগুলোকে এই প্রকল্পে আনা হবে। বাকি কেন্দ্রগুলিতে অন্য দফতরের সাহায্য নিয়ে বাড়ি তৈরি করে রূপায়ণ করা হবে এই প্রকল্প।

ঠিক কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ওই সব শিশু আলয়ে?

শিশু কল্যাণ দফতর জানাচ্ছে, শিশু আলয়ে মোট চারটি কর্নার থাকছে। খেলাধুলো। আঁকা। বইয়ের কর্নার। আর বৌধিক বিকাশের জন্য ব্লক-পাজ্জল তৈরির কর্নার। দফতরের এক কর্তা বলেন, "বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বই ধরিয়ে নয়, খেলাধুলোর মাধ্যমে শিশুদের শেখালে তাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে দ্রুত। সরকারি ভাবে সেটাই করা হচ্ছে এখানে।" শুধু শেখানো নয়, শিশুদের বিকাশ কতটা হল, নির্দিষ্ট সময় অন্তর তা-ও যাচাই করে তৈরি করা হবে রিপোর্ট কার্ড। তা পরবর্তী কালে তাদের শিক্ষায় সাহায্য করবে। এই প্রকল্পে প্রায় ১০ কোটি ৫২ লক্ষ শিশু উপকৃত হবে।

নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বদল ঘটিয়ে এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই প্রথম চালু হয়েছে। "সমাজের প্রান্তিক শিশুরাও এই শিশু আলয়ের মাধ্যমে উন্নত মানের শিক্ষা পেতে শুরু করেছে। যা তাদের ভিত তৈরিতে সাহায্য করবে," বলেন শশীদেবী।

শিশু আলয়

■ রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ১,১৯,৪১৮টি। ডিসেম্বর পর্যন্ত শিশু আলয় হয়েছে ২৬,৪০৪টি। সেখানে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে ৩-৬ বছরের শিশুরা। নজর দেওয়া হচ্ছে শিশুদের শারীরিক, বৌদ্ধিক, ভাষাগত, সামাজিক চেতনা ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশে।